দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 4 MAR 2009

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল প্রসঙ্গে

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। গত বছর এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম এবং সমমানের পরীক্ষায় খারাপ ফলাফলের কারণে সারা দেশে দেড় সহস্রাধিক বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করা হচ্ছে বলে একাধিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বিগত এসএসসি, দাখিল, এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় সর্বনিম্ন পাঁচজন শিক্ষার্থী পাস করাতে ব্যর্থ হওয়ার দায়ে সরকার এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিচ্ছে। এছাড়া কারিগরি বোর্ডের অধীন এইচএসসি-বিএম পরীক্ষা এবং বিগত ডিগ্রী পরীক্ষায় একই ধরনের ফলাফলকারী কলেজগুলোর তালিকাও তৈরী করা হবে। স্বীকৃতি বাতিলের তালিকায় সর্বোচ্চ চারজন পাস করেছে এবং একজনও পাস করেনি- এই দু'ধরনের স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে। বিধি অনুসারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষাসমূহে কমপক্ষে ১৫ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষাসমূহে কমপক্ষে ১০ জন শিক্ষার্থীকে পাস করতে হবে। আইন অনুযায়ী এখন খারাপ ফলাফলকারী এক হাজার সাত শ' সাতচল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আগামী এক বছর কোন সরকারী আর্থিক সুবিধা পাবে না। এর মধ্যে গত বছরের তালিকার ২৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী, যে এক হাজার ৪৮৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শাস্তি পেতে যাচ্ছে, তার মধ্যে ৫৬৪টি স্কুল, ৭১৬টি দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা, ১০৩টি ভোকেশনাল স্কুল ও ১০৫টি কলেজ রয়েছে। অবশ্য মানোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর শাস্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রত্যাহার হয়ে যাবে। আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি স্থগিতকৃত স্কুল, কলেজ, দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা এবং ভোকেশনাল স্কুলগুলো থেকে কোন পরীক্ষার্থী বোর্ড পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। এছাড়া নিম্ন মানের ফলাফলের কারণে স্কুল, কলেজ এবং দাখিল ও আলিম মাদ্রাসার বহুসংখ্যক শিক্ষকের এমপিও বন্ধ করে দেয়া হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত দু'-তিন বছর রাজনৈতিক ও অন্যান্য কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে স্থবির ভাব লক্ষ্য করা যায়। আলোচিত মানুষ গড়ার আঙ্গিনা বলে পরিচিত স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলোতেও তার প্রভাব পড়ে। জোট সরকারের শেষ বছরটি অর্থাৎ ২০০৬ সাল ছিল নানান বিক্ষোভ, সংঘাত, সহিংসতা ও বিশৃংখলায় উত্তাল। রাজনৈতিক উত্তাপ ও সেই সঙ্গে বিভিন্নমুখী সমস্যা সংকটের প্রভাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা কার্যক্রমেও কিছুটা নেতিবাচক ছাপ রেখে যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত লেখাপড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। শিক্ষার পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত ও পরীক্ষার প্রস্তুতি আশানুরূপ না হওয়ার ফলে ২০০৭ সালে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের পরীক্ষাগুলোতে বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উত্তীর্ণ হতে ব্যর্থ হয়। শুধুমাত্র এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় নিম্ন মানের ফলাফল করার শাস্তিস্বরূপ ২ হাজার ১৮৫টি স্কুল ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়। প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করায় ১ হাজার ৪৫১টি মাদ্রাসার মধ্যে ২৫৯টি বাদে বাকিগুলোর শাস্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। আর ৭৩৪টি স্কুলের মধ্যে ৯১টি এখনও কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছতে পারেনি বলে জানা গেছে। সুনাগরিক ও যোগ্য-দক্ষ মানুষ গড়ার আদর্শ পীঠস্থান হচ্ছে স্কুল-কলেজ। পাশাপাশি অগ্রসর বিশ্বের সাথে পাল্লা দিয়ে আলোকিত সমাজ গঠনে মাদ্রাসাগুলো পালন করে আসছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। বহু প্রবাদপ্রতীম শিক্ষাবিদ এবং ত্যাগী ও দানশীল ব্যক্তির দীর্ঘ দিনের স্বেদশ্রমে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে এসব স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা। বিভিন্ন সমস্যা সংকট ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও দেশের আগামী প্রজন্মকে শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নৈতিক ও কর্মমুখী শিক্ষার মাধ্যমে তাদের জীবনকে সফল ও অর্থবহ করে তোলার প্রচেষ্টায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিবেদিত। শিক্ষাকে প্রসারের এই নিরলস প্রয়াসের কথাটি বিবেচনা করে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিলের বিষয়টি সরকারের নীতি-নির্ধারকদের উদার দৃষ্টিতে দেখা দরকার। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশানুরূপ ফলাফল করতে ব্যর্থ হচ্ছে তাদের সতর্ক করা যেতে পারে। এছাড়া গোটা বিষয়টি মনিটরিং-এর আওতায় আনা দরকার।

ফলাফল নিম্ন মানের হওয়ায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেড় সহস্রাধিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার স্বীকৃতি বাতিল করা হলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে। বেকারত্ব বরণ করতে পারেন অগণিত শিক্ষক-কর্মচারী ও আলেম ওলামা। উল্লেখ্য, স্বাধীনতার বছর একাত্তরে দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া স্বাভাবিকভাবে ব্যাহত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সুবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্তের দরুন সে ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। মনে রাখতে হবে, স্বীকৃতি বাতিলের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাকে বন্ধ হওয়ার দিকে ঠেলে দিলে দেশে শিক্ষা প্রসারের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়বে। এর চেয়ে ওইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভাল ফলাফল করতে পারে, সেজন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা নিতে হবে। সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো দ্রুত দূরীভূত করার পদক্ষেপ নিতে হবে। জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, শিক্ষা বোর্ড, মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষাঙ্গনের নীতি-নির্ধারকগণ একত্রে বসে কিভাবে ওই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাল ফলাফল লাভ করতে পারে সেটা ঠিক করতে হবে। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র স্বাভাবিক অবস্থাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের স্বীকৃতিদান এবং নিম্ন মানের ফলাফলকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি বাতিল শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের চেক এন্ড ব্যালেন্স হিসেবে কাজ করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারের নমনীয় মনোভাবই হবে যৌক্তিক ও বাস্তবোচিত।